ভাষা ও ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে সমস্যা মোঃ মোশাররফ হোসেন

ভাষার পরিউপস্থাপনার ক্ষেত্রে ভাষা ব্যবহারকারীর অনেক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। এর অন্যতম কারণ হলো ভাষার অসম্পূর্ণতা। সব ভাষা ব্যবহারের বৈশিষ্ট্য যদিও একইরকম, এখানে আমরা মূলত বাংলা ও ইংরেজী ভাষা নিয়ে আলোচনা করবো।

ভাষার অসম্পূর্ণতার পিছনে তিনটি প্রধান কারণ প্রণিধানযোগ্য : দ্বৈততা, অস্পষ্টতা এবং প্রথা। এই তিনটি বিষয় আলোচনা করে আমরা একটা উপসংহারে পৌছানোর চেষ্টা করবো।

ভাষার দ্বৈততা মূলত তিন ধরণের: syntactic, semantic, and referential. Syntactic ambiguity: একটি শব্দের যখন একাধিক lexical class থাকে তখন ভাষায় এই সমস্যাটির সৃষ্টি হয়। যেমন bank শব্দটি noun এবং verb (transitive or intransitive) হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এক্ষেত্রে context বিবেচনা করেই আমাদের এই শব্দটি ব্যবহার করতে হয় অথবা বুঝতে হয়।

Semantic ambiguity: একটি শব্দের যখন দুই বা ততোধিক অর্থ থাকে তখন ভাষার এই সমস্যার সৃষ্টি হয়। যেমন Noun হিসেবে 'Bank' শব্দটি ব্যবহৃত হলেও river bank বা financial bank অর্থও বুঝাতে পারে। এই ক্ষেত্রেও আমাদের context এর উপর নির্ভর করে 'bank' শব্দটির অর্থ বুঝতে হয়।

Referential ambiguity: অনেক সময় Noun এর স্থলে Pronoun ব্যবহার করে আমরা বাক্য গঠন করে থাকি। কোন কোন ক্ষেত্রে Pronoun আসলে কোন Noun-এর পরিবর্তে ব্যবহৃত হয় তা অস্পষ্ট থেকে যায়। এভাবে ভাষার ভিতরে দ্বৈততার সৃষ্টি হয়। তাহলে ভাষায় দ্বৈততার সৃষ্টি হয় যখন আমরা শব্দের সঠিক সংজ্ঞায়ন না করে ব্যবহার করি বা এমনও হতে পারে যে শব্দের সংজ্ঞায়ন কোন কোন ক্ষেত্রে সম্ভব হয়ে উঠে না।

ভাষার অন্য একটি সমস্যা অস্পষ্টতা (vagueness)। ভাষায় অস্পষ্টতা বিদ্যমান কারণ আমরা শব্দের অর্থের সীমানা নির্ধারণ করতে পারি না। ব্যাপক অর্থে বলা যায় যে মনের ভাব প্রকাশের ক্ষেত্রে আমরা শব্দের অর্থের সীমানা নির্ধারণের বিষয়টি এড়িয়ে যাই, যার কারণে অস্পষ্টতা থেকেই যায়।

ভাষার অন্যতম এবং বড় সমস্যা হলো প্রথা (convention)। প্রথা হলো সমাজে প্রতিষ্ঠিত কিছু আচার বা আচরণ যা সমাজবাসী যুক্তি প্রয়োগ না করেই গ্রহণ করে থাকে। অথবা বলা যায় 'accepted social norms, standards or criteria." এই সামাজিক প্রথার দ্বারা ভাষা পরিচালিত বা বিকশিত হয়। চিরায়ত গণিত (classical mathematics) এবং আকারগত যুক্তিবিদ্যার (formal logic) ক্ষেত্রেও আমরা প্রথার প্রভাব লক্ষ্য করি। David Lewis (an american conventionalist) বলেন 'a convention is a

normally self-perpetuating regularity in behavior"। Lewis এর সংজ্ঞা অনেকটা চিরাচরিত প্রথার সংজ্ঞার সাথে মিলে। সেটা হলো, ‘ speaker’s meaning"। অর্থাৎ একটি বিষয়ের উপর বক্তার আরোপিত অর্থ প্রথা অনুসরণ করে। যে জন্য আমরা বলতে পারি যে , আমরা শব্দের অর্থ আরোপ করে থাকি এবং সেই আরোপিত অর্থ নিয়ে শব্দ ভাষায় টিকে থাকে। সাধারণ নামবাচক বিশেষ্যের ক্ষেত্রে তো সম্পূর্ণ অর্থটাই আমরা আরোপ করে থাকি। কলার নাম মূলা বা মূলার নাম কলা হলে আমরা কিন্তু মেনে নিতাম। একই ভাবে ভাষা গড়ে উঠেছে প্রথার উপর ভিত্তি করে।

আকারগত যুক্তিবিদ্যা এবং চিরায়ত গণিতেও প্রথার প্রভাব সক্রিয়। আমরা যখন আকারগত যুক্তিবিদ্যায় বিভিন্ন content সংস্থাপন করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি তখন আমরা মূলত কোন নতুন তথ্য পাই না। গণিতের ক্ষেত্রেও আমরা একই প্রক্রিয়া লক্ষ্য করি। তবে কোন একটি বিশেষ তত্ত্বের ভাব ফুটিয়ে তুলতে বা অর্থ পরিস্কার করণে গাণিতিক প্রক্রিয়ার অনেক মূল্য আছে। গণিতের এই প্রথাগত সমস্যা দূর করার জন্য তিনটি শক্তিশালী তত্ত্বের সৃষ্টি হয়েছে গণিতের ইতিহাসে। সেগুলো হলোঃ Logicism (Bertrand Russell), Intuitionism (David Brower), and Formalism (David Hibert)। এসব তত্ত্বের মাধ্যমে গাণিতিক বিশ্লেষণকে অধিকতর অর্থপূর্ণ এবং অনন্য করার চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু সফলতার পরিমাণ খুব বেশী নয়।

ভাষার প্রথাগত সমস্যার নিরসনের জন্য এ সময়ের সেরা ভাষা বিজ্ঞানী MIT professor Noam Chomsky অনেক চেষ্টা করেছেন। তিনি বলতে চেয়েছেন যে, ভাষার পরিউপস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রথার গুরুত্ব থাকে না যদি আমরা ‘internal language of persons" ব্যবহার করতে পারি। আসলে Noam Chomsky'র তত্ত্ব ব্যাপক ভিত্তিতে ব্যবহারে অনেক বাধা আছে। ভাষার ব্যবহারকারীর শিক্ষা এবং সামাজিক অবস্থাটা গুরুত্বপূর্ণ এক্ষেত্রে।

উপসংহারে আমরা বলবো যে, ভাষা কখনো প্রথামুক্ত নয়। যার কারণে এই জগৎ ব্যাখ্যায় ভাষার সীমাবদ্ধতা অনস্বীকার্য। ভাষা দর্শনের দিকপাল অষ্ট্রীয় ভাষা দার্শনিক - ভিটগেন ষ্টাইন ও একই কথা বলেছেন যে, ‘ভাষার সীমানা হলো আমাদের পৃথিবীর সীমানা’ (দেখুন তার Tractatus-Logico- Philosophicus)। বার্টান্ড রাসেল যদিও ভাষার ভিত্তি হিসাবে মনোবৈজ্ঞানিক দিকটি তুলে ধরতে বেশী আগ্রহী ছিলেন, তথাপি প্রথা সেখানেও সক্রিয়। ভাষাকে যদি আমরা দ্বৈততা, অস্পষ্টতা বা প্রথামুক্ত করতে পারতাম, তাহলে এই জগতের ব্যাখ্যায় আমরা আরো সফলতা লাভ করতাম।